১৯৫৭-১৯৬৩ সাল

- ১৯৫৭ সালে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয়।
- ১৯৬৩ সালে শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হয়।

১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

শহিদ বরকতের মা হাসিনা বিবি
শহিদ মিনারটির উদ্বোধন করেন

হামিদুর রহমান: বর্তমান শহিদ মিনারের ডিজাইনার

দেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার (৭১ ফুট)

- অবস্থান: জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- স্থপতি: রবিউল হোসাইন

অমর একুশ

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- স্থপতি: **জাহানারা** পারভীন।

স্মৃতির মিনার

- স্থপতি: হামিদুজ্জামান
- অবস্থান: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোদের গরব

- স্থপতি: অখিল পাল
- অবস্থান: বাংলা একাডেমি চত্বর

জননী ও গর্বিত

বর্ণমালা

(পরিবাগ, ঢাকা)

মৃণাল হক

দেশের বাহিরে শহিদ মিনার

ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য (বিদেশে প্রথম শহিদ মিনার । ১৯৯৭)

ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্ক (জাপান)

সরকারের অর্থায়নে দেশের বাইরে প্রথম নির্মিত শহিদ মিনার

ওমান (মুসলিম বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার)

Sultan Qaboos University, Oman

একুশে জাদুঘর: বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউজের ২য় তলায় | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।

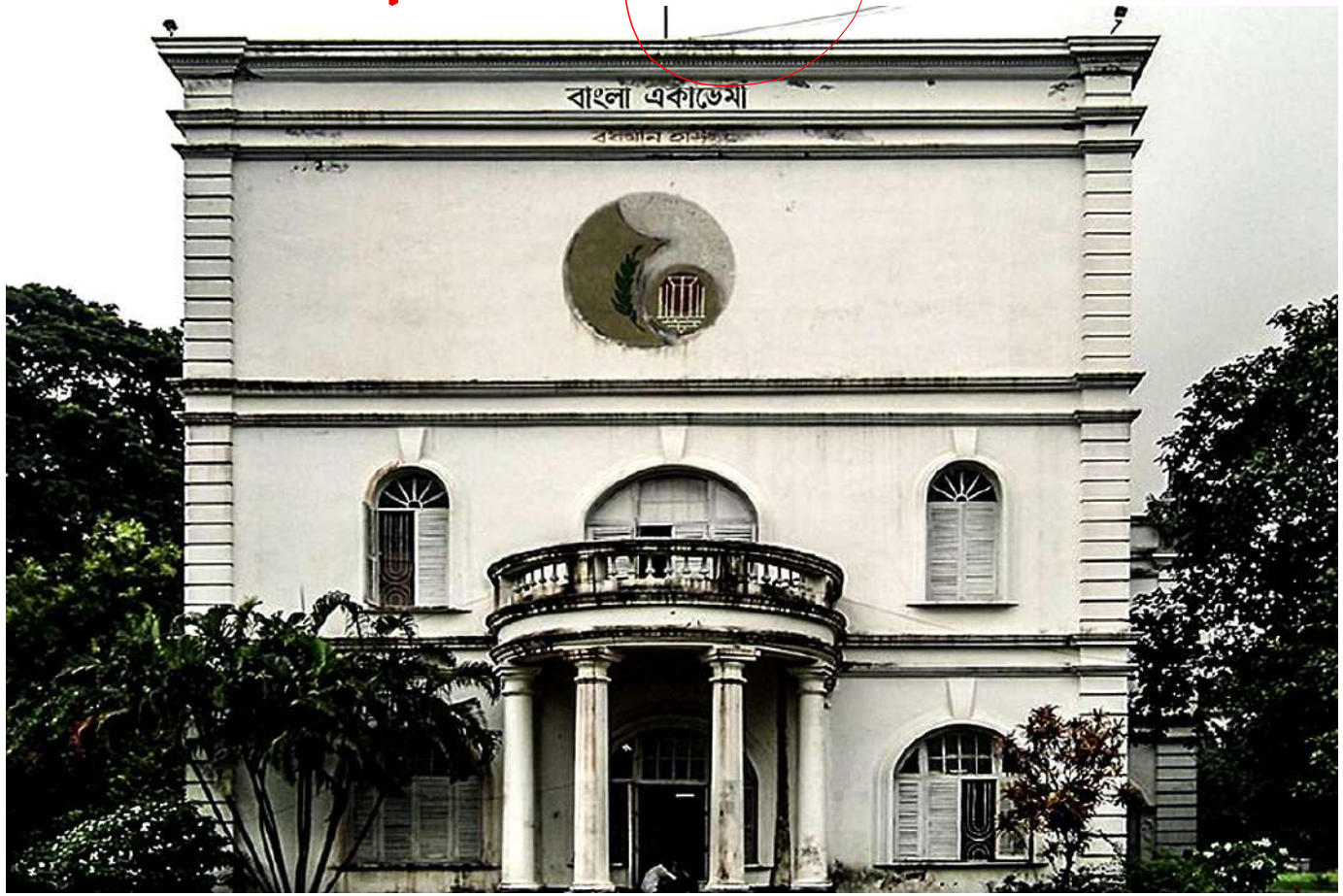

ভাষা আন্দোলন পটভূমিতে রচিত নাটক: কবর ।

রচয়িতা: মুনীর চৌধুরী

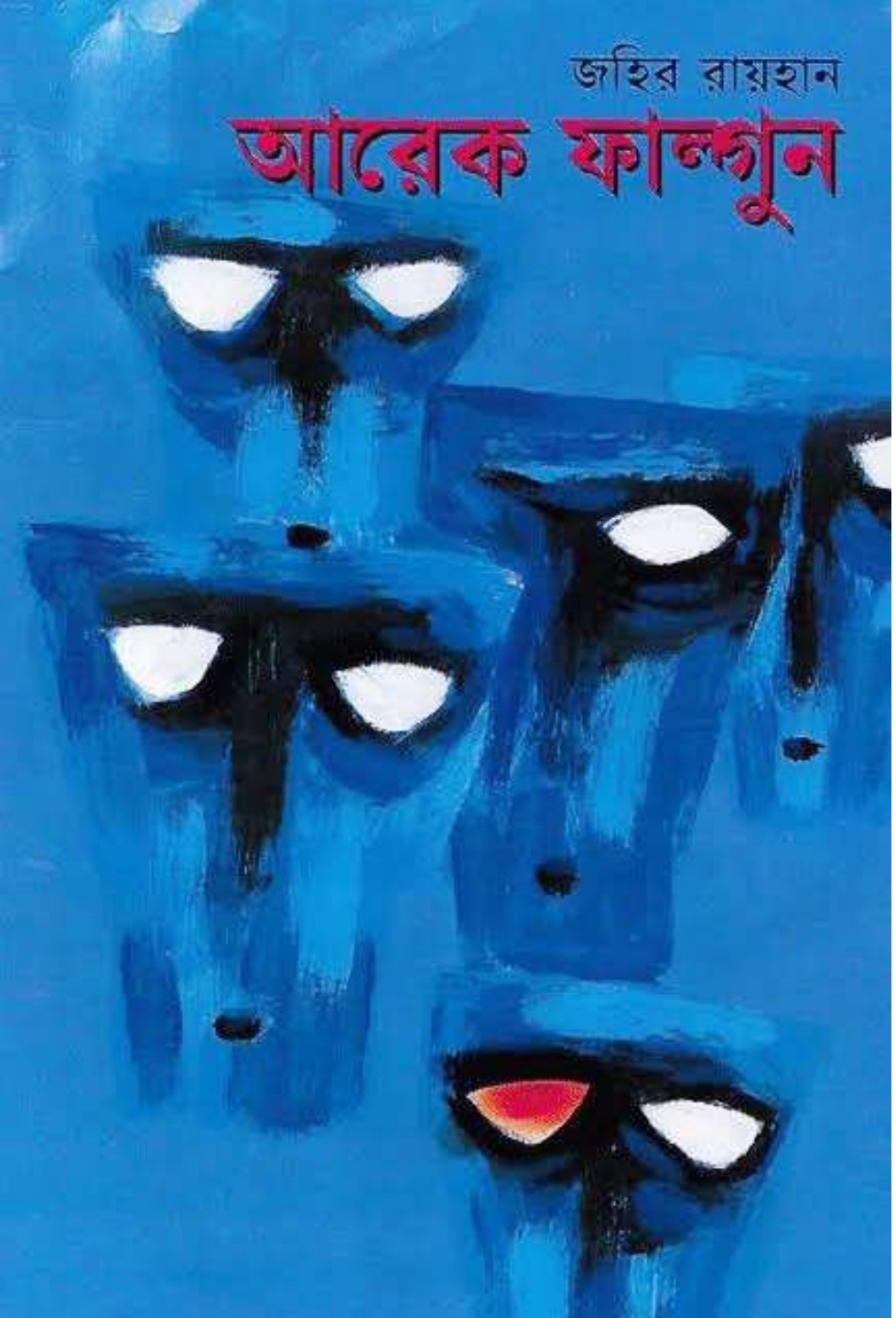

একুশের প্রথম উপন্যাস

আরেক ফাল্গুন।

রচয়িতা: জহির রায়হান

ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতা সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'

সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান

প্রথম কবিতা

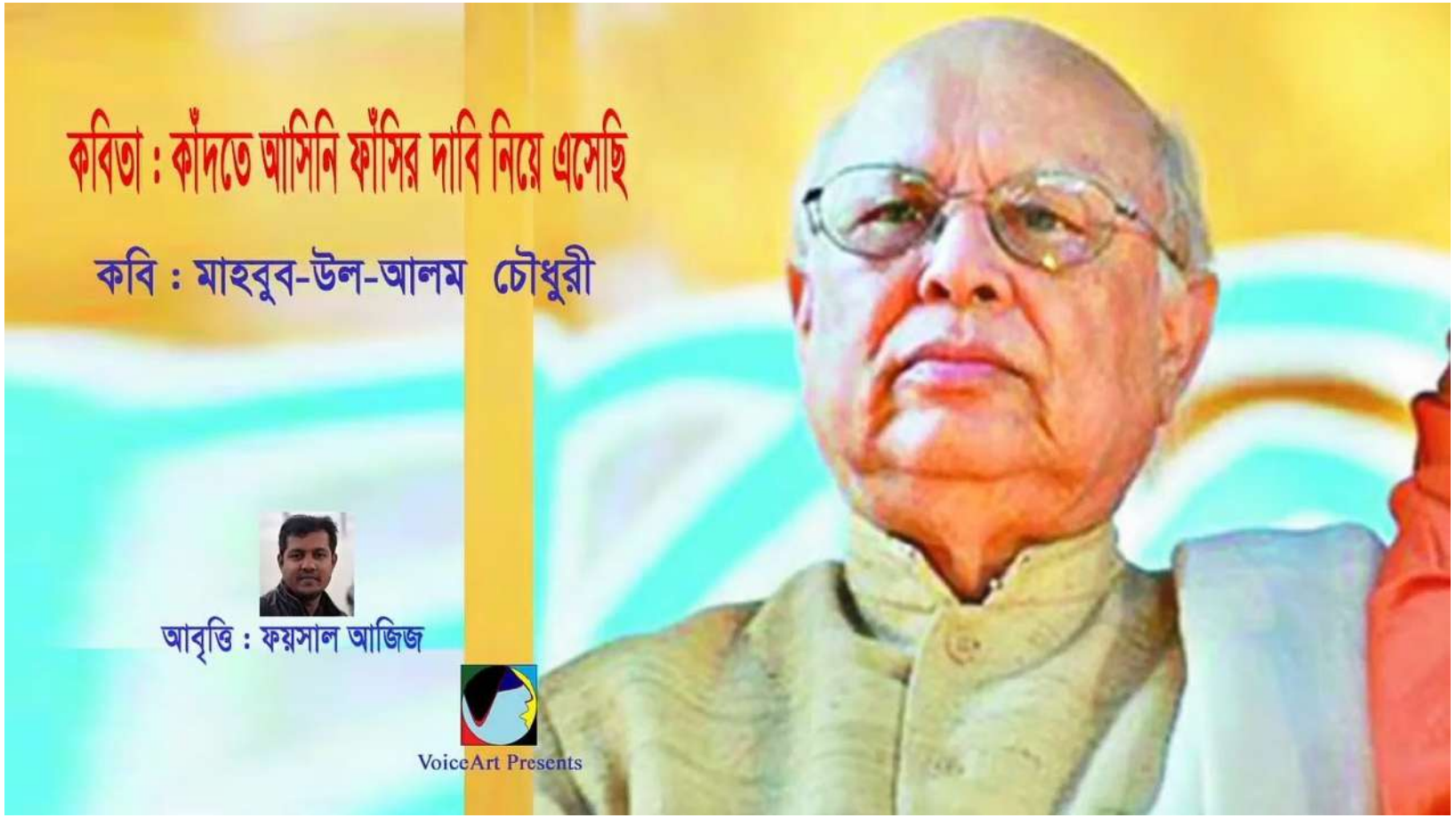
কবিতা : কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
কবি : মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
আবৃত্তি : ফয়সাল আজিজ
VoiceArt Presents

ভাষা আন্দোলনের প্রথম গল্প:

শাহেদ আলীর মন ও ময়দান

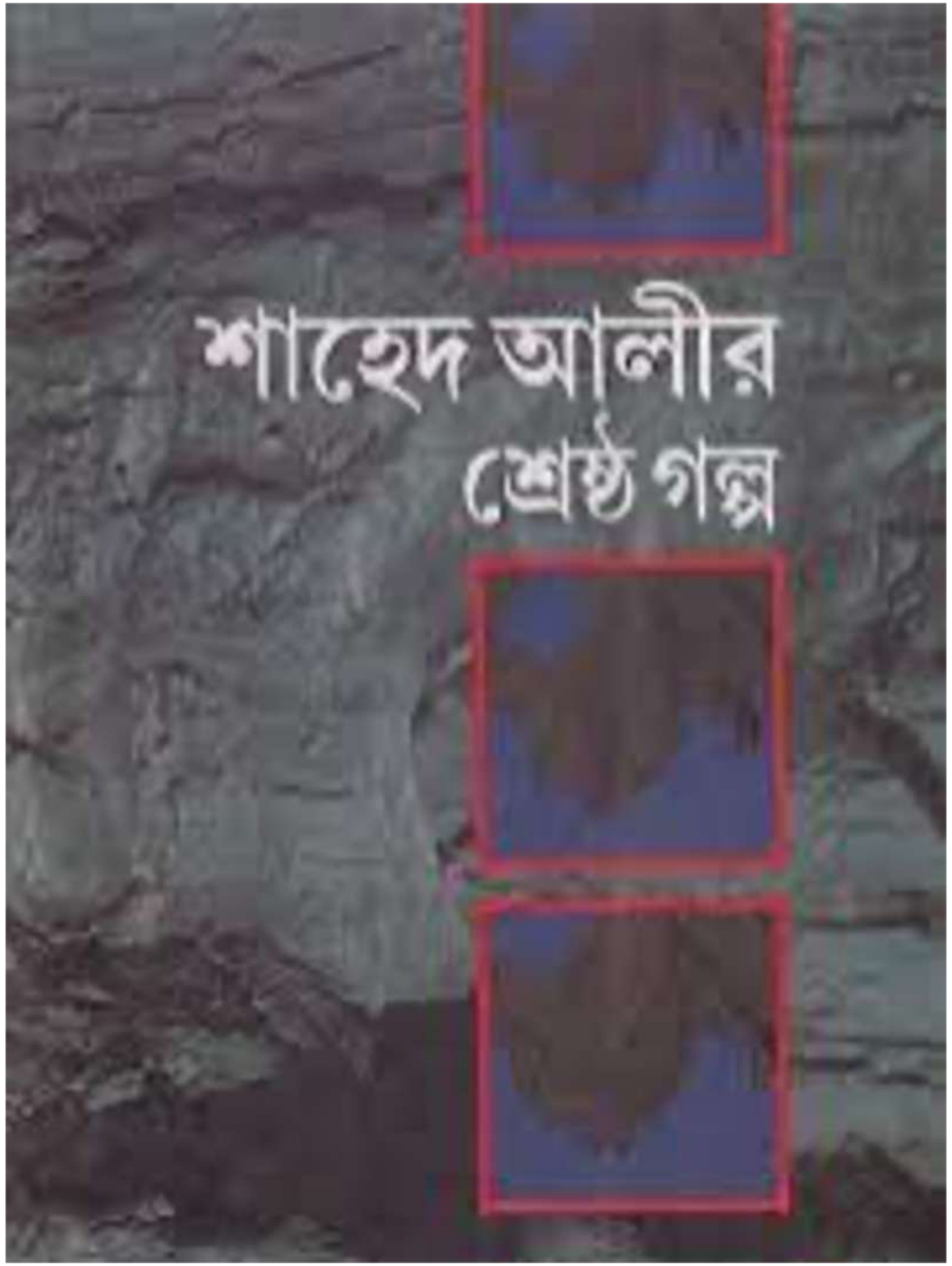

একুশের প্রথম গল্প

শওকত ওসমানের ‘মৌন নয়’

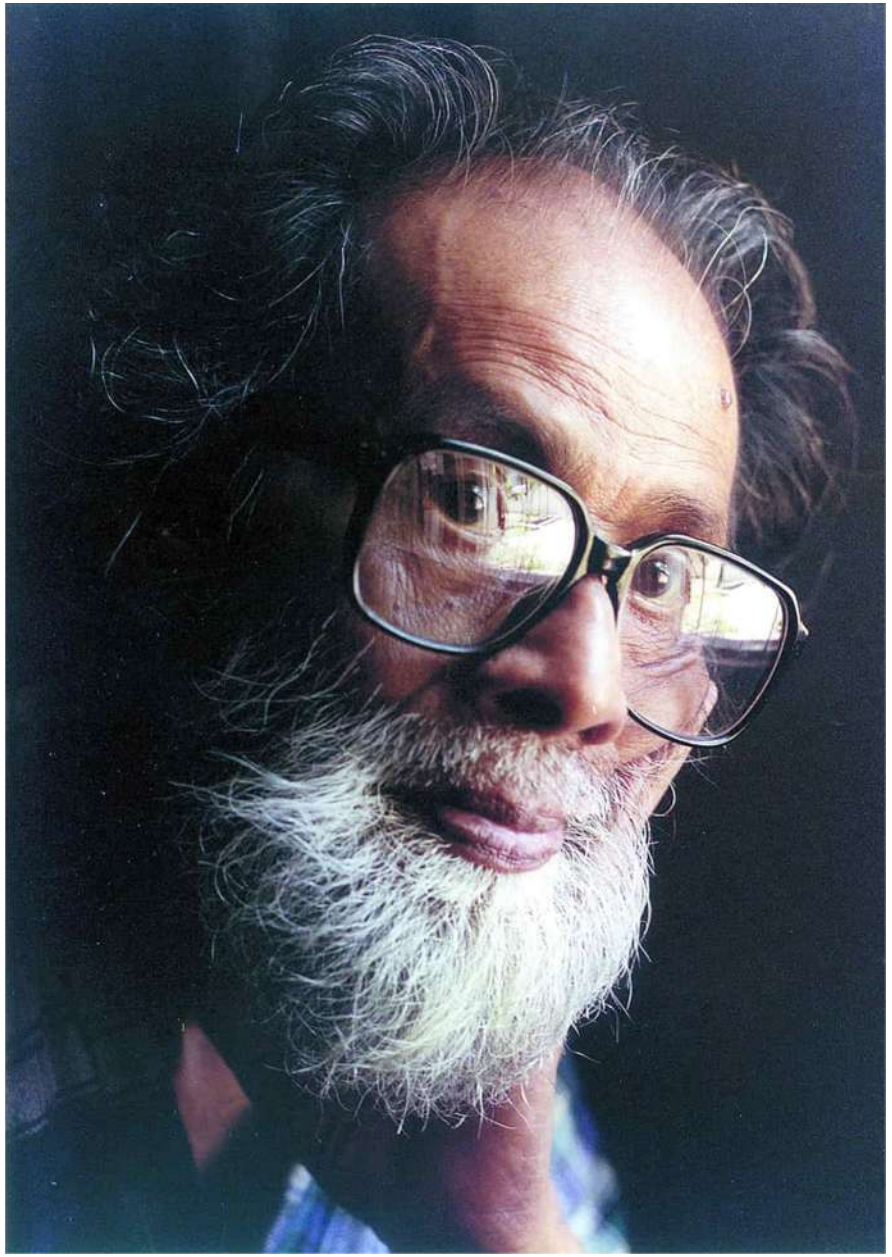

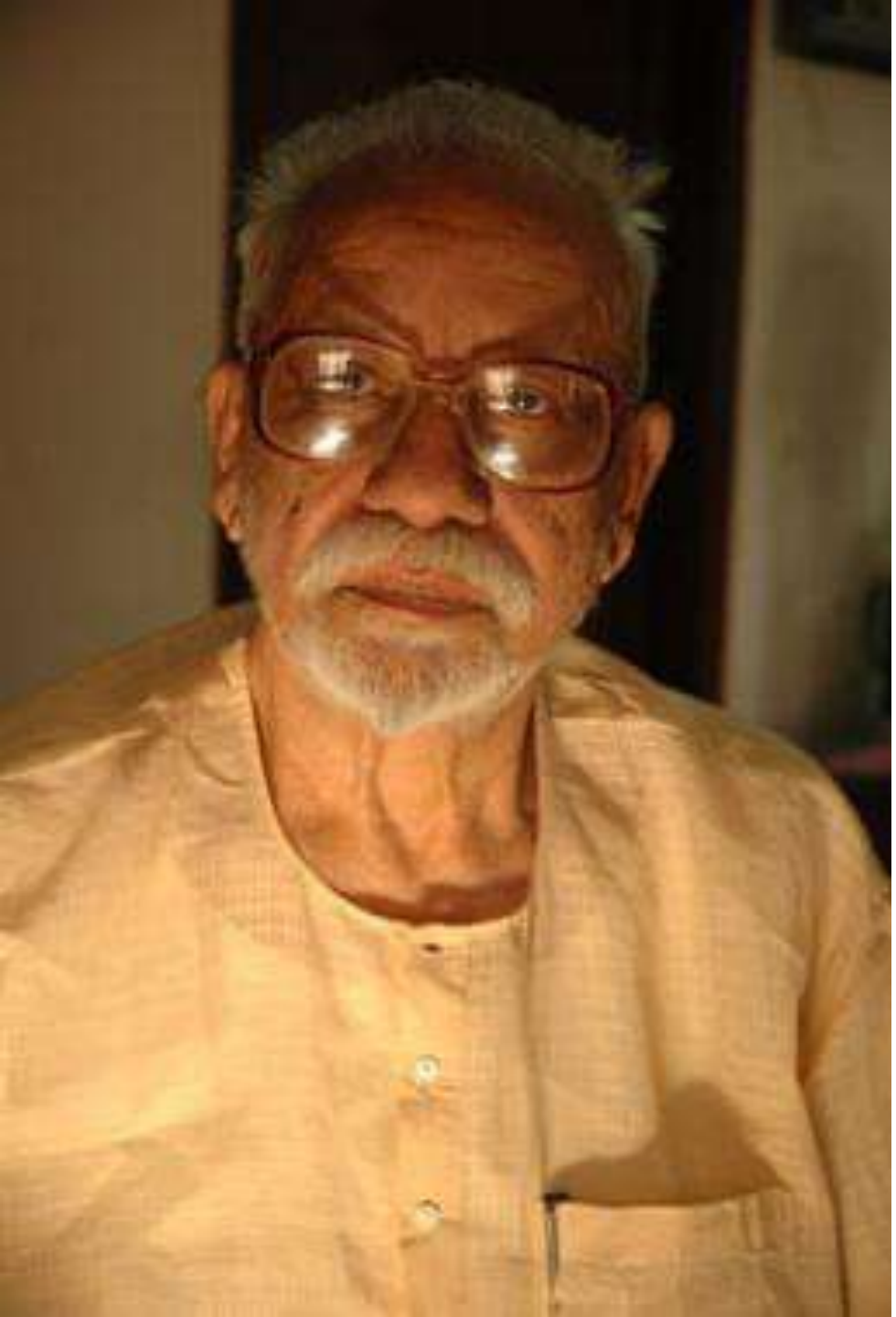

ভুলবোনা, ভুলবোনা, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবোনা।

- একুশের প্রথম গান
- গীতিকার: ভাষা সৈনিক গাজীউল হক
- সুরকার: নিজামুল হক

প্রভাত ফেরির প্রথম গান (১৯৫৩)

মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল...

- রচয়িতা – মোশারফ উদ্দিন আহমদ
- সুরকার – আলতাফ মাহমুদ

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'

- গীতিকার: আবদুল গাফফার চৌধুরী
- গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
- প্রথমে আবদুল লতিফ সুরারোপ করেন।
- পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের করা সুরটিই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এখন এটিই গানটির প্রাতিষ্ঠানিক সুর।
- প্রথম গাওয়া হয় ১৯৫৪ সালে

৯ মে ১৯৫৪ (যুক্তফ্রন্ট সরকার)

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩ ডিসেম্বর ৫৫

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি গড়ে ওঠে

২৬ ফেব্রুয়ারি’৫৬

পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি স্থান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়।

২৩ শে মার্চ ১৯৫৬

সংবিধান কার্যকর হয়

২১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়

‘The state language of Pakistan shall be Urdu and Bangla’

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং পূর্ববাংলা নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।

বাংলা একাডেমি (মূল উদ্যোক্তা: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

নজরুল মঞ্চ (বাংলা একাডেমি)

নজরুল চত্বর (বাংলা একাডেমি)

রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর

(বাংলা একাডেমি)

বাংলা একাডেমি

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত
- ভাষা আন্দোলনের ফলে গঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠা: **৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫** বা ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ [১৯৫৪ সালে বাংলা একাডেমি গঠনের প্রস্তাব পাস করে- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা]
- মূল মিলনায়তনের নাম: আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন

প্রথম পরিচালক

ড. এনামুল হক

প্রথম সভাপতি

মাওলানা আকরাম খাঁ

প্রথম মহাপরিচালক

ড. মাযহারুল ইসলাম

প্রথম নারী মহাপরিচালক

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

বর্তমান সভাপতি - অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক আবুল কাসেম ফজলুল হক

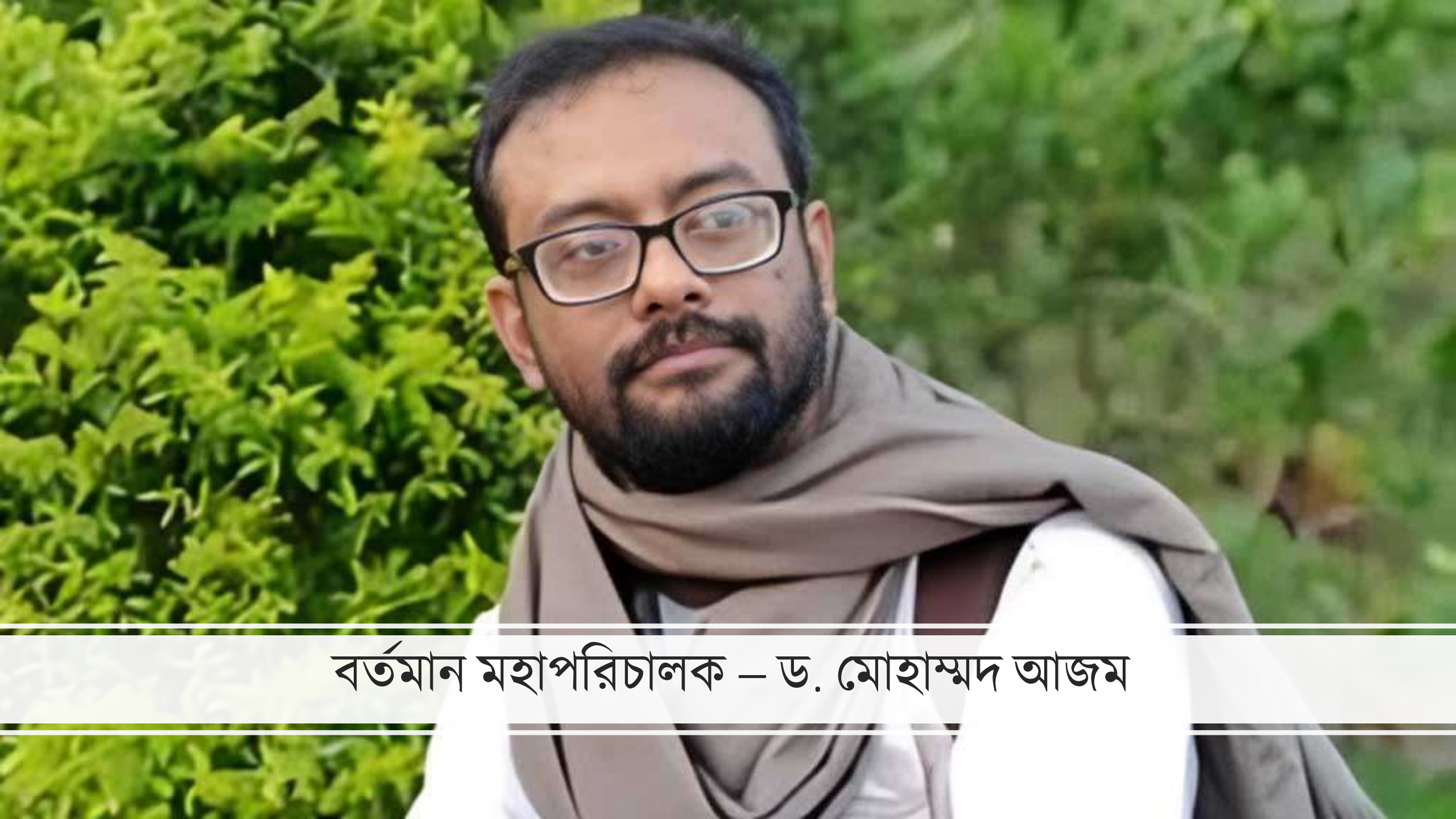

বর্তমান মহাপরিচালক – ড. মোহাম্মদ আজম

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

৭টি

ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা

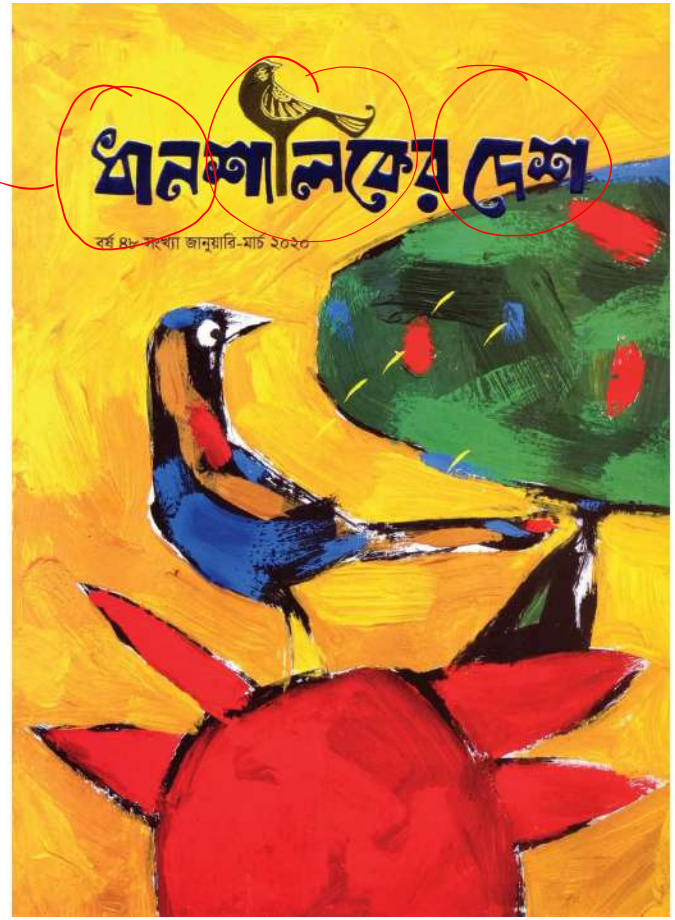

সৃজনশীল মাসিক

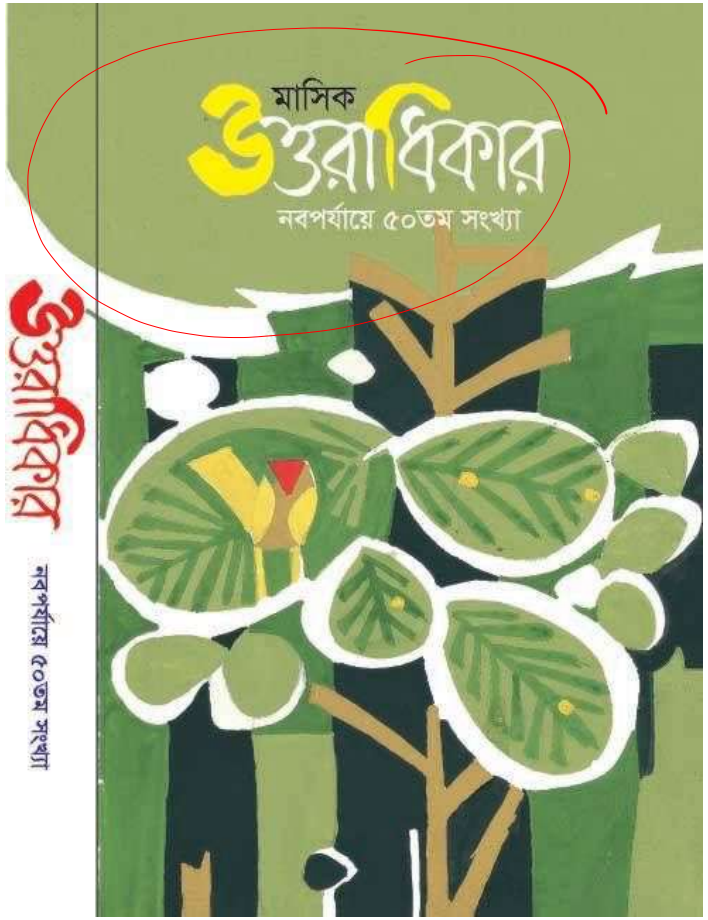

ষান্মাসিক

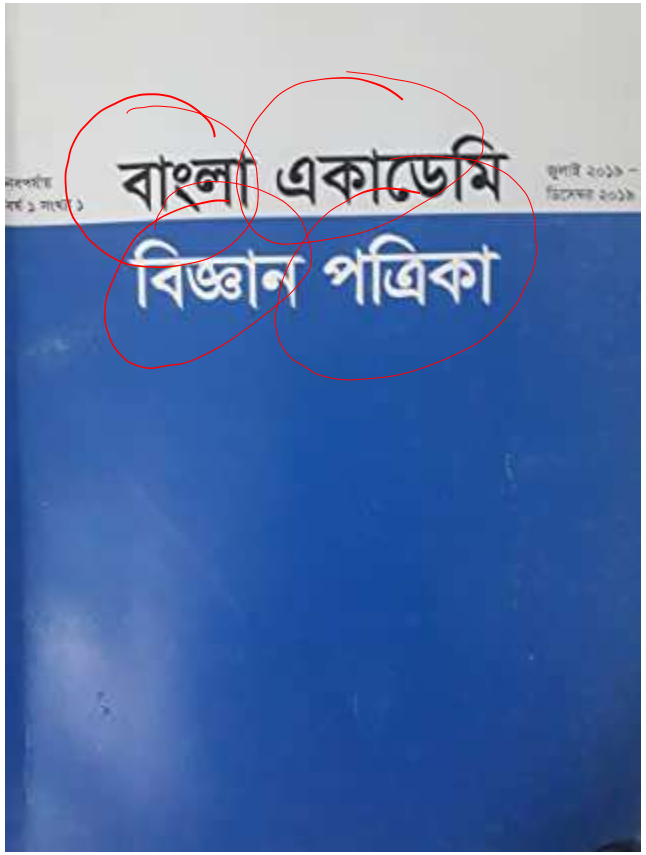

অমর একুশে বইমেলা

- আয়োজক – বাংলা একাডেমী
- প্রতিষ্ঠাতা – চিত্তরঞ্জন সাহা (১৯৭২ সালে)
- নামকরণ – ১৯৮৪ সালে (অমর একুশে বইমেলা)

ভাষা আন্দোলন ও জাতিসংঘ

২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার এ বসবাসরত Mother Language Lover of the World নামের একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ ১৯৯৮ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন।

১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

ইউনেস্কোর ৩০ তম সম্মেলনে প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।

২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী ১৮৮
টি দেশ সর্বপ্রথম দিনটি
পালন করে

২০০২

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ইউনেস্কোর ঘোষণা স্বীকৃতি পায়

২০০৩ সালে

UNESCO কে

একুশে পদক দান

জাতিসংঘের ৬৩ তম সম্মেলনে

জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে

ঘোষণা করে

৫ ডিসেম্বর, ২০০৮

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: সেগুনবাগিচা, ঢাকা (২০১০)

বাংলাকে জীবনের
সর্বস্তরে ব্যবহারের
জন্য আইন পাশ

১৯৮৭

১৯৬১র ১৯শে মে ভারতের আসামের বরাক উপত্যকায় তৎকালীন অবিভক্ত কাছাড় জেলার শিলচরে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ১১ জন বাঙালীর আত্মহুতি দেন।

সিয়েরা লিওন
"বাংলা" যে দেশের সরকারি ভাষা

বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে সিয়েরা লিওন (আফ্রিকা মহাদেশ)

আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ... সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা ও ... প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার মুক্তির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিএনপি। মঙ্গলবার ঢাকায়।

অস্ট্রেলিয়ার সংসদে স্বীকৃতি পেল বাংলা

বহির্বিশ্বের ৩০ দেশে ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বাংলা

রঞ্জিত দাশ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলাদেশ, ভারত এবং আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের পর এবার অস্ট্রেলিয়ার সংসদে স্বীকৃতি পেল বাংলা ভাষা। এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে বহির্বিশ্বের ৩০ দেশের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে বাংলা বিভাগ। যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার

ভারত-বাংলাদেশ ছাড়া বহির্বিশ্বে বাংলার ব্যাপ্তি

- ৩০ দেশে ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ
- ৬টি দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার চ্যানেল
- ১০টি দেশের বেতারে বাংলা ভাষার অনুষ্ঠান সম্প্রচার
- ব্রিটেনে ৪টি ও আমেরিকায় ১০টি বাংলা টিভি চ্যানেল
- আমেরিকা, কানাডা-সহ ইউরোপের ৮ দেশে বাংলা

অন্যদিকে এই ... মহাদেশের ৩০টি ... বিশ্ববিদ্যালয়ে বাং... সংস্কৃতি নিয়ে গবে... এছাড়া চিনা ভাষায় ... গ্রন্থের অনুবাদ এবং ... ইংরেজি ও জাপা... হয়েছে।

লন্ডনে বসবাসকারী প্রায় ৭২ হাজার
মানুষ বাংলায় কথা বলার কারণে সরকারিভাবে
লন্ডনের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পেল

‘বাংলা’ ভাষা

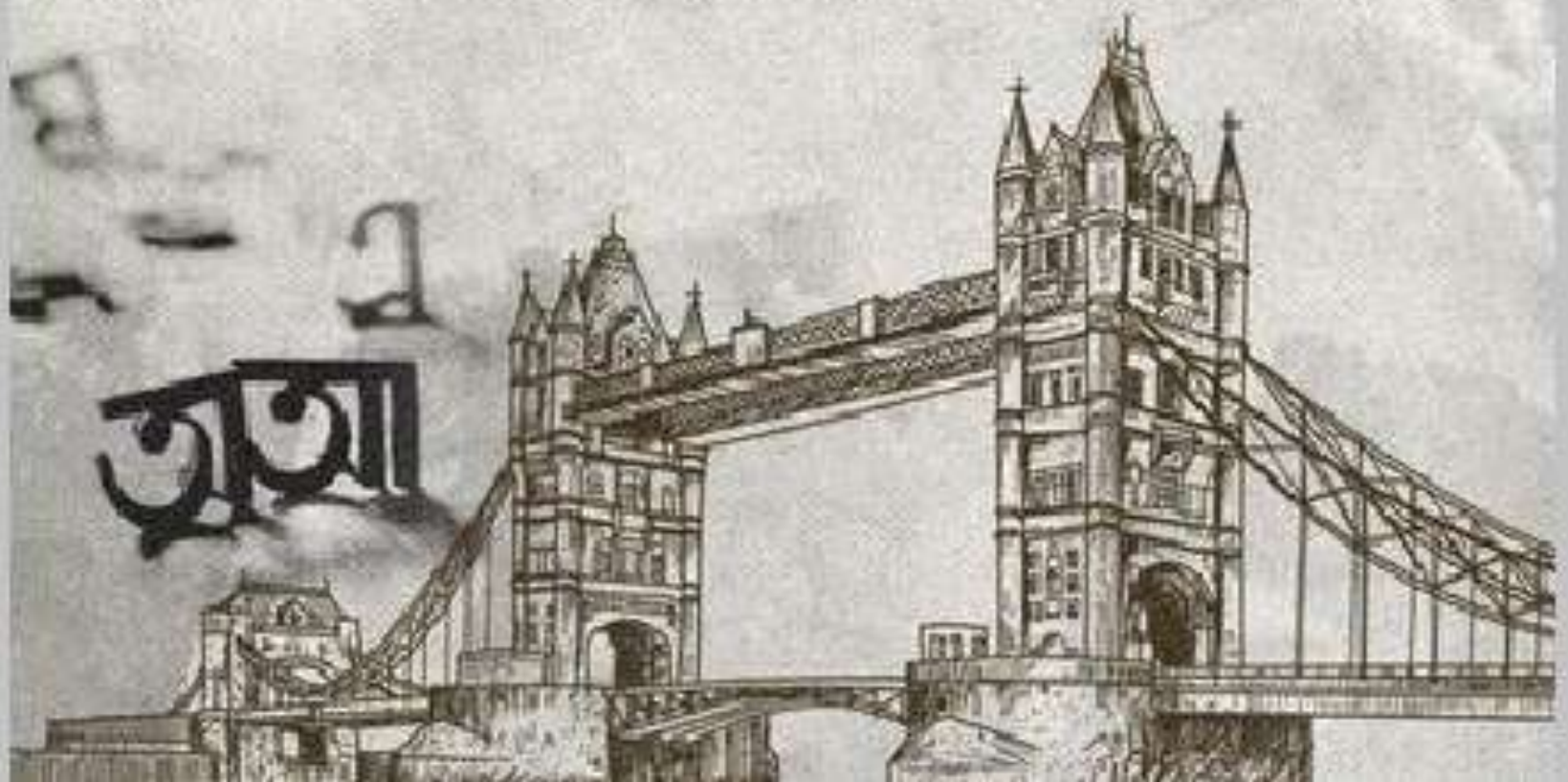

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র

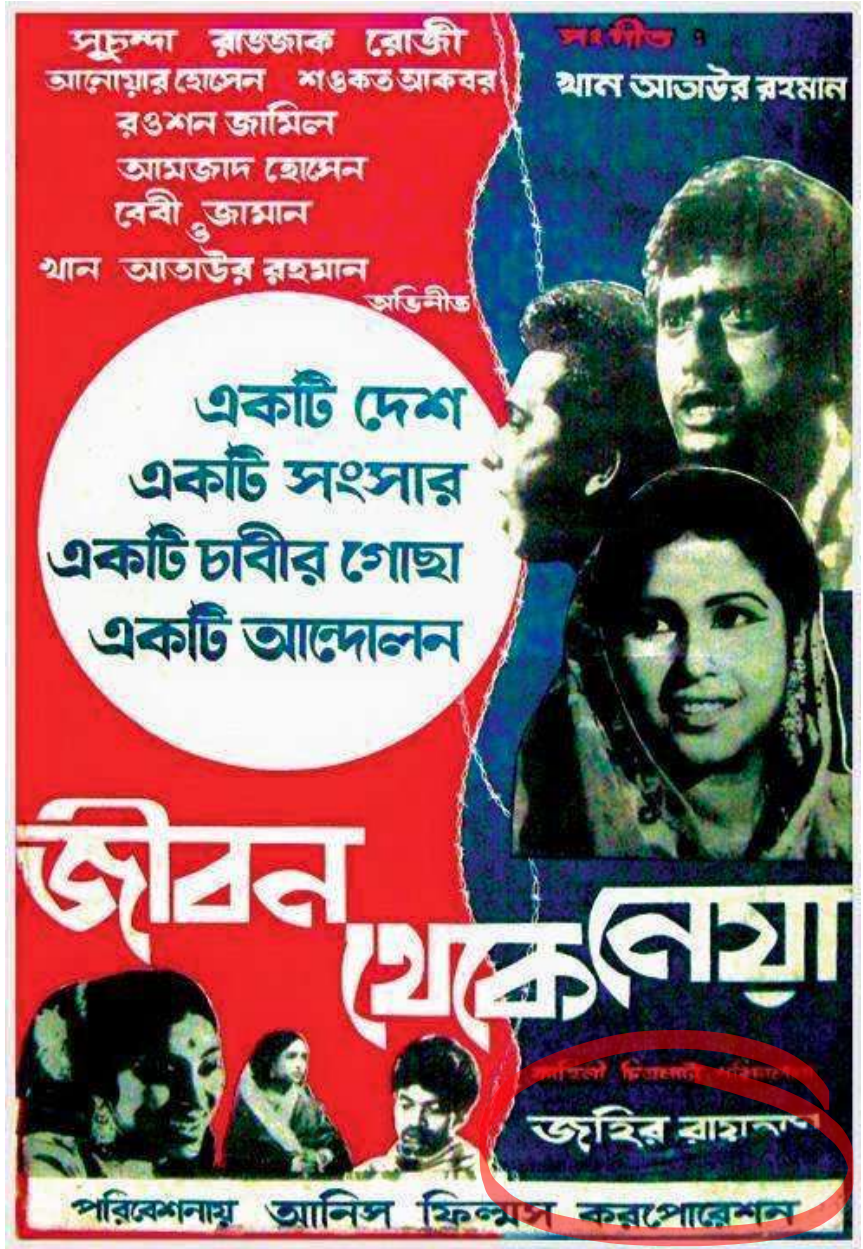
সুচন্দা রাজ্জাক রোজী
আনোয়ার হোসেন শওকত আকবর
রওশন জামিল
আমজাদ হোসেন
বেবী ও জামান
খান আতাউর রহমান
অভিনীত
সংগীত ঃ
খান আতাউর রহমান
একটি দেশ
একটি সংসার
একটি চাবীর গোছা
একটি আন্দোলন
জীবন থেকে নেয়া
জহির রায়হান
পরিবেশনায় আনিস ফিল্মস করপোরেশন

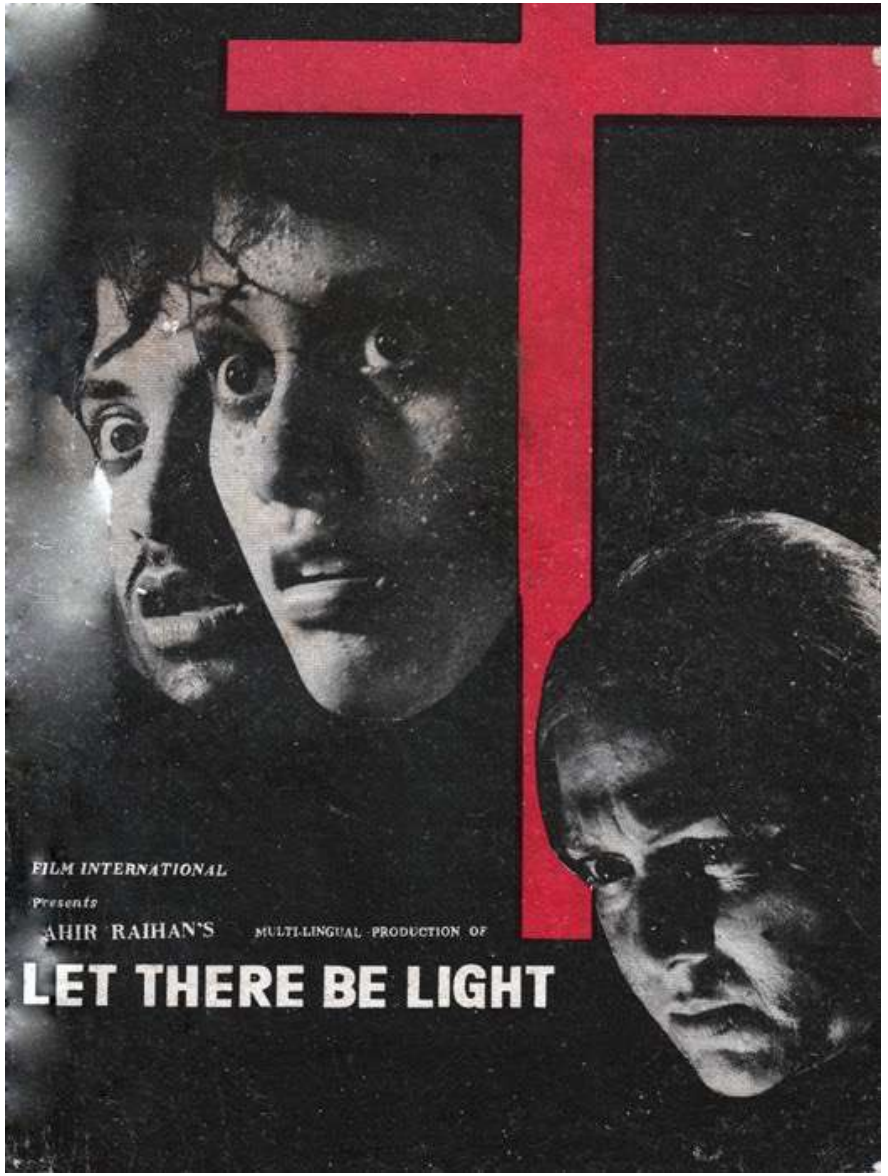
FILM INTERNATIONAL
Presents
AHIR RAIHAN'S
MULTI-LINGUAL PRODUCTION OF
LET THERE BE LIGHT

জহির রায়হান

- জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)
- Let there be light (প্রামাণ্য চিত্র - ১৯৭০)

নিবেদিত
ফাল্গুন হাওয়ায়
in spring breeze
টিটু রহমানের ছোট গল্প নউ কথা কও-এর অনুপ্রেরণায়
সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তৌকীর আহমেদ
OFFICIAL TRAILER

বাঙলা (২০০৬)

পরিচালনা: শহীদুল আলম খোকন

অভিনয়ে: শাবনূর, হুমায়ুন ফরীদি, মাহফুজ আহমেদ প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ কি ছিলোনা?

ভাষা আন্দোলনে এদেশের তৎকালীন নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। মিছিল-মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে নাদিরা বেগম, শামসুন্নাহার মাহমুদ, লীলা রায়সহ আরও অনেকে পোস্টার, ফেস্টুন লিখন এবং নানা কার্যক্রমেরমাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

ঢাকার বাইরে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন, হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ আরও অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙায় যাঁরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন, তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহিমসহ অনেকে।

শবনম ফেরদৌসী নির্মিত **ভাষা** জয়িতা

রোকেয়া প্রাচীর বায়ান্ন'র মিছিল

একুশে পদক - ২০২৫

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৮ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দলকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক-২০২৫' পদকপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, একটি সম্মাননাপত্র ও ৪ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়।

- চলচ্চিত্রে আজিজুর রহমান (মরণোত্তর),
- সংগীতে ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর) ও ফেরদৌস আরা,
- গবেষণায় মঈদুল হাসান,
- শিক্ষায় ড. নিয়াজ জামান,
- আলোকচিত্রে নাসির আলী মামুন ও
- চিত্রকলায় রোকেয়া সুলতানা,
- সাংবাদিকতায় মাহফুজ উল্লাহ (মরণোত্তর),

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মেহদী হাসান খান (দলনেতা), রিফাত নবী (দলগত), মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম (দলগত) ও শাবাব মুস্তাফা (দলগত)
- সমাজসেবায় মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর),
- সাংবাদিকতা ও মানবাধিকারে মাহমুদুর রহমান,
- ভাষা ও সাহিত্যে হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর) ও শহীদুল জহির (মো. শহিদুল হক) (মরণোত্তর),
- সংস্কৃতি ও শিক্ষায় ড. শহিদুল আলম
- ক্রীড়ায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল

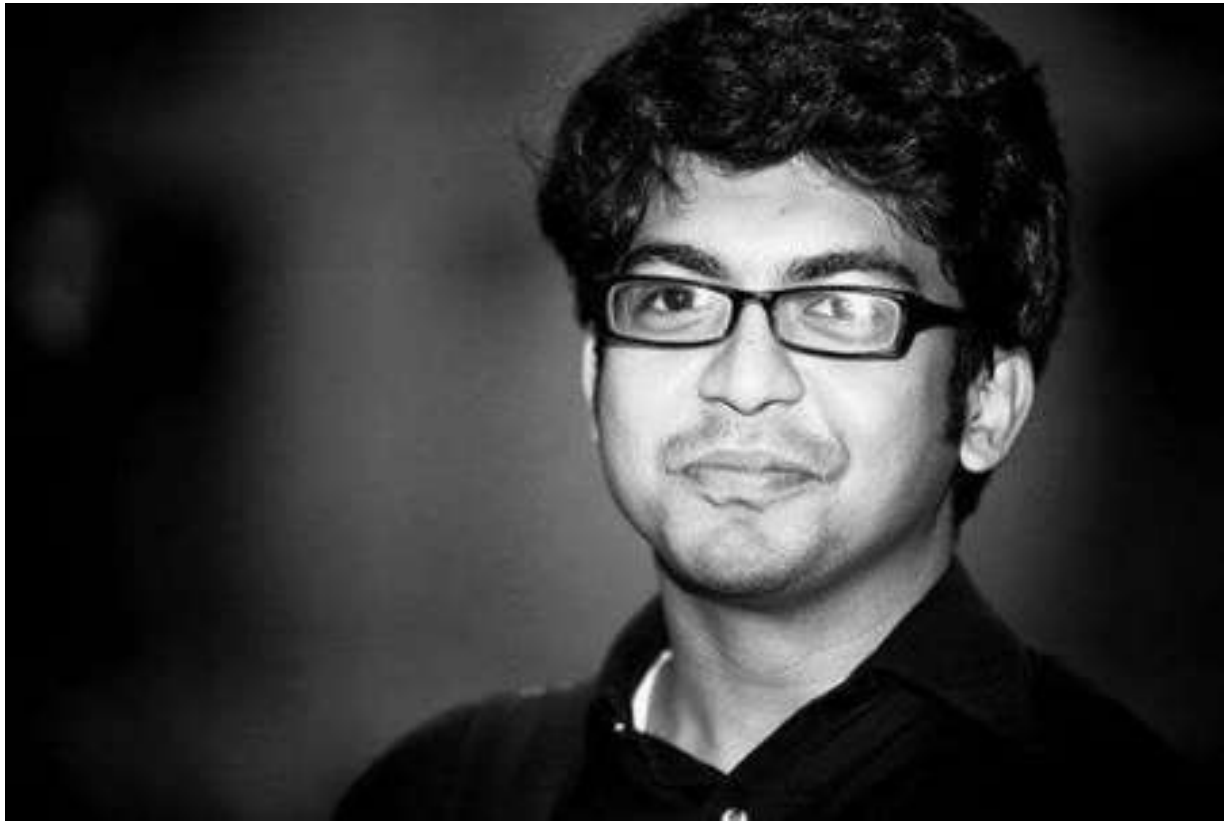

ভাষা হোক উন্মুক্ত...

অভ্রের জন্মের কাহিনী

মেহেদী হাসান খান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রতি ঝোঁক ছিল। ২০০৩ সালের বইমেলায় বায়োস নামক একটি সংগঠনের প্রদর্শনী দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মেহেদী হাসান। তখনই তার মনে উদ্ভব হয় একটি সহজতর বাংলা লেখার সফটওয়্যার তৈরির চিন্তা। শুরুর দিকে, ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা লেখার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার না থাকায় তিনি নিজেই একটি সমাধান তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

প্রথমে মাইক্রোসফট ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করেন। কিন্তু সেটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। অবশেষে, ক্লাসিক ভিজ্যুয়াল বেসিকের ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি সংস্করণ 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' শ্লোগানের 'অভ্র' তৈরি করেন, যা বাংলা লেখার জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে। এটি উইন্ডোজের জন্য প্রথম বিনামূল্যের Unicode ও ANSI যুক্ত বাংলা কিবোর্ড ইন্টারফেস যা ২৬ মার্চ ২০০৩ সালে মুক্তি পায়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ওমিক্রনল্যাব থেকে এটি মুক্তি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজেও অভ্র ব্যবহার করেছে।

১৯৪২-২০২৫

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪২ সালের ২৫ জুন অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলায়। দেশ বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেড়ে ওঠেন প্রতুল। তাঁর প্রথম অ্যালবাম ‘পাথরে পাথরে নাচে আগুন’। একসময় তিনি ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে জীবন শুরু করেন, কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন, পাশাপাশি গান করতে থাকেন। তিনি একদিন ব্যাংকে বসেই ১৯৯৩ সালে লিখে ফেলেন, ‘আমি বাংলায় গান গাই’ গানটি, বাংলা সালটি ছিল ১৪০০।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে ৮৩ বছর বয়সে উনার প্রয়াণ ঘটে।

ধন্যবাদ